শামীম আজাদ

নূরুল ইসলাম ও তমোহর হত্যার বিচার করুন
কবি রুবি রহমানকে বাঁচান!

দেশে চনমনে নতুন রক্তের একটি মন্ত্রী সভা হয়েছে, সাংসদদের মধ্যে দু'দলেই আশাতীত ভাবে দাগী আসামীর সংখ্যাল্পতা রয়েছে। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রলয়ের তিনটির তিনজনই মন্ত্রীই নারী (প্রধাণ মন্ত্রীকে সে অর্থে বিবেচনা করা যায়না বলে তাকে বাদ দিয়ে) আর জাতীয় সংসদ হয়েছে প্রায় রাজাকার শূন্য। এমনকি অনাবাসী এক বাঙালী শফিকুর রহমান সাংসদ হয়েছেন। অর্থমন্ত্রী, বাংলাদেশের নিজস্ব চরিত্রানূযায়ী নিজস্ব নীতিমালা ও তার বাস্ত বায়ন নিয়ে জনগনের সঙ্গে মিডিয়াতেই বক্তব্য দিচ্ছেন। স্বরাষ্টনন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা মুর্হূমুহূ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলছেন, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন একটি অসাম্প্রদায়িক দেশের।

আমি প্রতিদিন বরফ ভেঙ্গে ঘরে ঢুকে গান্ভস ও বুটস খোলার আগে, টেলিভিশন খুলি। একের পর এক চ্যালেন আই, এনটিভি, এটিএন তারপর বিলেতের আরো দুটো বাংলা টিভি চ্যানেল, চ্যানেল এ্যাস ও বাংলা টিভি দেখি। দেশের অনেক অনেক অনেক ইতিবাচক খবর পাই। সব মিলে মনে হয় এইতো চেয়েছিলাম, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি বলার সময় আসছে। কিন্তু না তারি মধ্যে কাঁদি আমি, ছিন্ন কন্ঠে কাঁদি আমি। কারণ এতসব খবরের পরও আমি যা শুনতে চাই তার খবর কেউ দেয়না।

এবার বুট ফেলে, গলার স্কার্ফের ফাঁসটি নীচের তলার রেলিংএ ছুঁড়ে দৌড়ে ওপর তলায় উঠি। কম্পিউটারের বোতামে চাপদিয়ে মনে মনে প্রার্থনা করি নিশ্চয়ই আমাদের দেশের খবরের কাগজে সে খবর আছে। টেলিভিষনতো আর অত খবর দিতে পারেনা। কী বোর্ডে পাগলের মত বাংলাদেশের সব খবরের কাগজের নামগুলো চাপতে থাকি- না কোথাও নেই তাঁর খবর।

গনতন্ত্রী পার্টির প্রধাণ সদ্য প্রয়াত নুরুল ইসলামের কথা কোথাও নেই।এ যাবত আমাদের দেশের কলুষময় রাজনীতিক পরিবেশের অন্যতম শুদ্ধ ও সফেদ পুরুষ আমাদের নুরুল ইসলাম ভাই এবং তাঁর ও আমার আত্মার

আত্মীয় কবি রুবি রহমানের সুপুত্র তমোহর এর হত্যাকারীদের নিয়ে আজও কেউ কিছু বলেননি। আজীবন সংগ্রামী গনমানুষের এই নেতাতো আজ তাদের পাশেই এ সংসদে থাকতেন। তিনি থাকলে আজ তার মেধা ও মনন এই মহাজোটের এক মহাশক্তির নিভৃত আকড় হতো। আর তিনি যদি মহাজোটের একজন হয়ে এই নির্বাচন লড়াইয়ে না যেতেন তাহলে তিনি বেঁচে থাকতেন আরো বহুদিন। তার সন্তানটির এই অস্বাভাবিক মৃত্যুও হতনা। অথচ স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী সহ অনেকেই এই সুন্দর দুজন মানুষ, অমিতসম্ভাবনার পিতা ও পুত্রের অকাল এবং অস্বাভাবিক মৃত্যুযে হত্যা ষড়যনন্ত্রেরই অংশ হতে পারে তা নিয়ে তাদের মৃত্যূর পর সেদিনই দূরদৃষ্টি নিয়ে সন্দেহ করেছিলেন। আমাদের বর্তমান কৃষিমন্ত্রী, ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দোজাও হতে পারতেন সেই হত্যাকারীদের স্বীকার। এটা কি করে তারা ভুলবেন? নিশ্চয়ই ভোলেননি। কিন্তু তা আর তাদের তালিকায় অগ্রাধিকার পাচ্ছেনা । হয়তোবা সে কাজের খোঁজ তারা করবেন- কিন্তু একটু বাদে। কিন্তু আমার কাছে যে এ অসম্ভব লাগছে।

ফেব্রুয়ারী আসছে, আমি আবার দেশে যাচ্ছি। আমার সব কবি বন্ধুরা এখন ব্যস্ত কবিতার শেষ প্রুফ নিয়ে। কেউ কেউ এখনই একুশের বিশেষ সংখ্যার জন্য কবিতা লিখছেন বা লিখবেন। এখন দেশে একটা পাগল পারা অবস্থা। এত হাসি এত সোনালী সোনালী ধান। এত কবিতা এত কথকতা। কিন্তু একজন কবি হয়তোবা আর কোনোদিন আগের মতো লিখবেন না । মাঝরাতে লাল মাটিয়ার ফ্ল্যাটে কবিতা লিখতে লিখতে আর কোনোদিনই তাকিয়ে দেখতে পাবেন না তারই পাশে দেশচিন্তায় জাগ্রত বসে আছেন আরেকটি মানুষ। শুনতে পাবেননা পুত্রের ঘর থেকে ভেসে আসা গিটারের মৃদুসুর। আর কোনদিনই লাল মাটিয়ার একটি ফ্ল্যাটে কবি রুবি রহমানের স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসবে না।

আহারে আমার রুবি আপা (এ মহা দূর্যোগের পর আজ পর্যন্ত তোমার সঙ্গে কথা বলার সাহস হয়নি)! "শুনেছি তুমি ও মৃত হয়ে গেছ। তুমি যখন হাঁটো তখন মাটি ওজন বোঝেনা। যখন তুমি কয়েক'শ মাইল বাতাস থেকে ক্ষুদ্র এক খন্ড অক্সিজেন ক্ষীনটানে টানো- বাতাসও জানেনা। তোমার দেহাভ্যন্তরের সমস্ত নির্যাস উবে গেছে বলে আর তোমার চোখের কোলে লটকে থাকার মত একবিন্দু জলও অবশিষ্ট নেই। তোমার সে সুশ্রী অবয়বে মৃত্যু কেবল

মৃত্যুই ধ্রুব হয়ে আছে। তোমার মৌটুসী থাকলেও জীব জীবণের আর একগাছি কোষও বেঁচে নেই। আর এ অবস্থাতেই নাকি তাদের মৃত্যুর জন্য দায়ীদের শাস্তি চাইতে, সে দাবীটি আরো জাগ্রত করে রাখতে আমাদেরই সুহৃদরা কোনো কোনো সভায় তোমার মৃত দেহটি টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! তুমি নাকি সেইসব মঞ্চের এককোনে কখনো কখনো অবসন্ন ঢলে পড়ছো!

ধীক্ আমাদের। এই 'দিনবদল'র যে সনদের জন্য যে মানুষ এবং তাঁর ও তোমার তরতাজা সন্তানটি খুন হলো- তাদের হত্যাকারী ধর্মখেকো, দেশখেকো সেইসব পাপী খুনী জঙ্গীদের শাস্তি চাইতে আবার আমরা তোমার মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে মিছিল করছি? একি সংস্কৃতি? এখনো আমরা মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে সরকার, মন্ত্রনালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছি!"

প্রমাণতো পাওয়া গেছে। নুরুল ইষলামের শ্বাসনালীইতো পুড়ে গেছে গান পাউডারে। দরোজাটা বাইরে থেকে ছিলো লাগানো। টেলিফোনে তাকে কারা শাসিয়েছিলো সেটাও এখন নাকি জানা। ভায়োলেন্স, বাঙ্গফেমী, শরীয়া'ল যাদের পূঁজি- তাদের নাটের গুরুরাকি এবারো রাজনীতির মারপ্যাঁচে আমাদের উচ্চকন্ঠ রাজনীতিকদের স্তব্ধ করেদিচ্ছেন? আর নীতির যুদ্ধে জেতা, আপোষহীণ, আমিত সাহসী মানুষটাকে জীবনের পরপারে হারিয়ে দিচ্ছেন? এভাবেই!

হয়তো আমি যা ভাবছি তা হবেনা। তবে এর জন্য বরাবরের মত দাবীটা উজিয়ে রাখতে হবে। চিৎকার করতে হবে সরকারের কাছে কারণ, এখন তো যারা একাজটি করতে পারেন বা পারবেন তারাই সরকার। এরাই আগে ছিলেন নুরুল ইসলামের বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সঙ্গী, চৌষট্টির আইয়ূব বিরোধী কার্যক্রমে তার সঙ্গের সাথী, একাত্তরের রনাঙ্গনে নিজদলের রসদ- আর এখন তাদের নাম "সরকার", তাদের নাম "মন্ত্রনালয়", তাদের নাম পাথর ওজনের "ফাইল"- তাদের নামই এখন "সরকার"।। মৃত নুরুল ইসলাম এখন এক লাল ফিতায় বন্দী এক নম্বরাকৃত কাগুজে ফোল্ডার। আর ভবিষ্যতের ডিজিটাল বাংলাদেশের এক টোকায় ডিলিট হতে পারে এমন ফোল্ডার। আমার মতে আমাদের দেশে সরকার ছাড়া আর কেউ স্বাধীণ থাকেননা। না মিডিয়া, না মানুষ। যে সরকার ক্ষমতায় যায়- তাদের যা ইচ্ছে

তাই করে- কখনো যাচ্ছেতাইও করে। জনতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, পাঁকে ডোবে আর আরেকটি নির্বাচনের অপেক্ষায় থাকে।

সুতরাং সাত সাগর আর তেরো নদীর এপার থেকে চিৎকার করে বলি, আমরা আমাদের দেশের শুদ্ধতম রাজনীতিক নুরুল ইসলাম আর তাঁর এবং কবিপুত্র তমোহরের অপমৃত্যুর জন্য দায়ীদের বিচার করুন! শাস্তি দিন তাহাদের। আমাদের কবিকে বাঁচান!

শামীম আজাদ
কবি, সাংবাদিক
৮ জানুয়ারী'০৯
Email: shetuli@yahoo.com